বেটা ভার্সন

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

# করোনাকালেও প্রবৃদ্ধি অর্জনে এগিয়ে কুমিল্লা কাস্টমস

কুমিল্লা প্রতিনিধি০০:৪৯, ০৫ নভেম্বর, ২০২০ | পাঠের সময় : ২.৩ মিনিট

ছবি: সংগৃহীত

'অতিক্রমে নয়, ব্যতিক্রম'-স্লোগানে কাজ করছে কুমিল্লা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট। করোনাকালে বৈশ্বিক অর্থনীতি যখন নাজুক অবস্থায়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি অর্জন যখন চ্যালেঞ্জের পথে, তখন ব্যতিক্রমী প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে কুমিল্লা কমিশনারেট। সেপ্টেম্বর মাসে এ কমিশনারেটের রাজস্ব আদায় গতবছরের চেয়ে ১৫৪.২৪%। এছাড়া জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে ৭৩.৫৮%। ব্যতিক্রমী অগ্রগতির পেছনের কারিগর ও পরিশ্রমী কর্মীদের পুরস্কৃত করেছে ভ্যাট কমিশনারেট। গত ২৭ অক্টোবর এক অনুষ্ঠানে পুরস্কার করা হয়।

অনুষ্ঠানে মোট ৫৫ জন কর্মকর্তাকে পুরস্কৃত করা হয়। ২৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে তাদের বিশেষ অবদানের জন্য সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। বিভিন্ন ক্যাটাগরির ভিত্তিতে কর্মকর্তাদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি ও পুরস্কার দেয়া হয়। এরমধ্যে রয়েছে-রিটার্ন যাচাই, নিবারক কার্যক্রম, বকেয়া আদায়, রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি, নিরীক্ষা ও তদন্ত, রাজস্বের নতুন ক্ষেত্র বৃদ্ধিকরণ, নিবন্ধন ও মূসক জরিপ, সিগারেট ও বিড়ির নকল ব্যান্ডরোল শনাক্তকরণ।

অনুষ্ঠানে সেরা বিভাগীয় কর্মকর্তার স্বীকৃতি অর্জন করেন নোয়াখালী বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা মো. ফখর উদ্দিন। সেরা রাজস্ব কর্মকর্তা নির্বাচিত হন বেলাল উদ্দিন ফাইজুল। তিনি সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তিতে অবদানের জন্য নির্বাচিত হন। সেরা সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা হন নন্দিতা ভৌমিক। তিনি করোনা আক্রান্ত হয়েও অনলাইন রিটার্ন পেশে নিজ বিভাগসহ অন্য বিভাগকে সহায়তা ও পরামর্শ সেবা দিয়ে ব্যতিক্রমী ভূমিকা রাখেন।

এছাড়া কর্মচারীদের মধ্যে মো. মনির হোসেন, গাড়িচালক মো. জয়নাল আবেদীন ভূঁইয়া, অফিস সুপারিনটেনডেন্ট মো. ছালাহউদ্দিন তালুকদার পুরস্কৃত হন। পুরস্কারপ্রাপ্ত অন্যরা হলেন-সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা খ.ম. রিশাদুল আলম নূর, ফেরদৌস ওয়াহিদ, বিপ্লব চন্দ্র দাস, রাজীব রায়, রিজুয়ান রশিদ রিপন, মো. সরোয়ার হোসেন, মাসুদ রানা, মো. আবু সায়েদ, সুমন চন্দ্র দে, মো. মাহমুদুল হাসান মুন্সী, মো. জসিম উদ্দিন, মো. হারুন-অর-রশিদ, মো. সুবা মিয়া তালুকদার ও প্রনব তঞ্চঙ্গ্যাঁ, রাজস্ব কর্মকর্তা মো. কামরুজ্জামান, মো. মোশারফ হোসেন ভূঁইয়া, মো. আমিনুল হক, মো. তৌহিদুল ইসলাম, তপন কুমার দাশ ও মো. আমীর হোসেন।

ভ্যাট কমিশনারেট কর্মকর্তারা জানান, করোনার প্রাদুর্ভাবের মধ্যেও সাহস ও উদ্যম নিয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা রাজস্ব আদায়ের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। রাজস্ব ভান্ডার সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সাফল্য ও পুরস্কার পাবার প্রত্যাশায় কে কাকে ছাড়িয়ে যাবেন সবাই সচেষ্ট থাকেন। সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে নান্দনিক দৃশ্যমান প্রতিযোগিতা বিরাজ করছে। সকল ব্যবসায়ী ও সংবাদ মাধ্যমে প্রশংসিত হয়েছে। একটা ভালো টিমওয়ার্ক এর মাধ্যমে এ অর্জন। স্বীকৃতি কাজের প্রণোদনা বৃদ্ধি করে। কর্মকর্তারা পরিশ্রম করেছে। প্রকৃত কর্মীদের স্বীকৃতি দানের চেষ্টা করছে কমিশনারেট। প্রত্যেক সপ্তাহে জুম সভা করে তথ্য-উপাত্ত তুলনা ও অসংগতি পর্যালোচনা করা হয়।

এছাড়া যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ভাইভার গ্রুপ চালু, রাজস্ব আদায়ে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ও রাজস্ব কর্মকর্তা পর্যায়ে রাজস্ব আদায়ে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা নির্বাচন করে প্রতি মাসে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা, নিবারক কার্যক্রম জোরদারভাবে পরিচালনা করা, নিয়মিত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, উৎপাদন ও সেবা খাতের তদারকি বৃদ্ধি করায় পূর্বের মাসগুলোর তুলনায় রাজস্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।